এস.এস.প্রোডাকসন্সের

নিবেদিত

তারাশঙ্করের

দুই পুরুষ

এস, এস, প্রোডাকসন্সের নিবেদন

দুই পুরুষ

কাহিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রনাট্য : বিকাশ রায়

— শ্রেষ্ঠাংশে —

উত্তমকুমার । সুপ্রিয়াদেবী । বিকাশ রায় । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণকুমার । দিলীপ রায় । স্বপনকুমার । শৈলেন মুখার্জী । পার্থ মুখার্জী । ছিলি চক্রবর্তী । নন্দিনী মালিয়া । কল্যানী মণ্ডল । অনামিকা সাহা । সমরকুমার । শিশির মিত্র । মাঃ অতনু । মুন্না চক্রবর্তী । মাঃ সোনা । পৃথা মুখার্জী । শিশির বটব্যাল । ধীরেন চ্যাটার্জী । রসরাজ চক্রবর্তী । মন্মথ মুখার্জী । সুশীল দাস । অনু দত্ত । নির্মল ঘোষ । শম্ভু ভট্টাচার্য্য । গৌর শী । গৌর মালাকার । ফকির দাস । ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য । বলাই দাস । তপন মুখার্জী । প্রদীপ বসু । তারু গাঙ্গুলী । স্বপন মুখার্জী । পরিতোষ রায় । পাঁচু দাস । সতু মজুমদার । সুধীর রায়চৌধুরী । বীরেন দাসগুপ্ত । অভিজিৎ । পার্থ । সুভাষ । অনুপ । ভাস্কর । তুলু । সাধন । উষাদেবী । গীতা নাগ । ইন্দুদেবী । রাণী চৌধুরী । শান্তাদেবী । অনীতাদেবী । শিপ্রা সাহা, শিল্প নির্দেশনা : শ্যামল নন্দী, গোপী সেন, সতীশ মুখার্জী । সাজসজ্জা : শের আলি ও দীনেশ মজুমদার । সহকারী : সরমুলাল, সাবু আলি । রূপসজ্জা : বসির আমেদ, মনোতোষ রায়, পাঁচু দাস । সহকারী : সুশান্ত দাস, বেচু আমেদ । আলোক চিত্র পরিচালনা : বিজয় দে । চিত্রগ্রহণ : শান্তি দত্ত । সহকারী : জয় মিত্র, নুরআলী মণ্ডল, যুগল সর্দ্দার । সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চাট্টোপাধ্যায়, বলরাম বারুই, জ্যোতি চাট্টোপাধ্যায় । শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন । সহকারী : গোপাল ভৌমিক, বিনোদ ভৌমিক, শব্দ পুণঃর্যোজনা : জ্যোতি চাট্টোপাধ্যায় । সহকারী : ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল দাস ও রবীন চৌধুরী । প্রধান কর্মসচিব : কানাই রায় । কর্মসচিব : সুকুমার বসু । সহকারী : সুরেণ মাকাল, বিজন মণ্ডল, ভগীরথ চক্রবর্তী, বেচা । সংগঠনে : রমেন ভট্টাচার্য্য, নিতাই চক্রবর্তী । তত্ত্বাবধানে : ভবানী ব্যানার্জী । শ্রীপ্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে, নিউ থিয়েটার্সে নং ১ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত । আলোক নিয়ন্ত্রণ : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস । মঙ্গল সিং, অনিল দাস, মধু গোস্বামী, বেনী দাস, গোবিন্দ হালদার । ইউনাইটেড্ সিনে ল্যাবরেটারী হইতে অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত । সহকারী : অনিল মোহান্ত, পঞ্চানন সরকার, বাবুল বক্সী, চণ্ডীচরণ শীল, চণ্ডীচরণ ব্যানার্জী, রঞ্জিত গাঙ্গুলী, প্রদীপ মোহন্ত, তারক দে, গান্ধী সরদার । গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছিরচিত্র : শ্যামল কুণ্ডু । পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও । কণ্ঠশিল্পী : মান্নাদে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও অধীর বাগচী । সহঃ পরিচালক : রানা চক্রবর্তী, বরুণ দাস, শঙ্কর চক্রবর্তি । সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী । সহকারী অনিল দাস । প্রচার সচিব : ধীরেন মল্লিক বিশ্ব পরিবেশনা : মেঘ পিকচার্স । কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুবোধ মিত্র । প্রযোজনা : সুনীল রায় এবং সতীশ মুখার্জি । সঙ্গীত পরিচালনা : অধীর বাগচী । পরিচালনা : সুশীল মুখার্জী । নৃত্য পরিচালনা : শম্ভু ভট্টাচার্য্য । সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন নন্দী ।

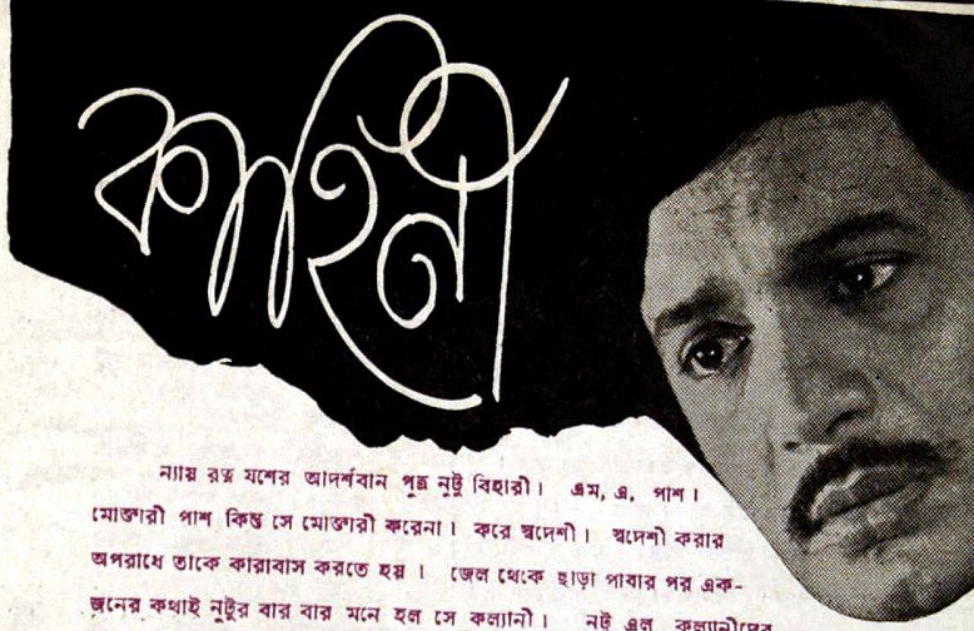

ন্যায় রত্ন যশের আদর্শবান পুত্র নুটু বিহারী । এম, এ, পাশ । মোক্তারী পাশ কিন্তু সে মোক্তারী করেনা । করে স্বদেশী । স্বদেশী করার অপরাধে তাকে কারাবাস করতে হয় । জেল থেকে ছাড়া পাবার পর এক-জনের কথাই নুটুর বার বার মনে হল সে কল্যানী । নুটু এল কল্যানীদের বাড়ী । নুটুর বুঝতে কোন অসুবিধা হলনা যে কল্যানীর বাবা আর আগের মত নেই । তিনি নাম, যশ, অর্থের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছেন । যদিও এই কল্যানীর বাবাই ছিল নুটুর জীবনের আদর্শ । তাই আজ তিনি নুটুর স্বদেশী করার সমালোচনা করে বলেন নুটু যেন তার বাড়ীতে আর না আসে এবং তাঁর মেয়েকে তিনি নুটুর সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করেন । তিনি কল্যানীর বিয়ে দেবেন অন্যত্র ।

নুটু বিহারী এবার এল তার পৈত্রিক গ্রামের বাড়ী কংকনায় । নিসঙ্গ জীবন । আপন বলতে গ্রামের অসহায় মানুষগুলো । এদের আপদে বিপদের সম্বল এই নুটুবিহারী । নুটু এই গ্রামের গরীব দুঃখীদের জন্য একটা পাঠশালা করেছে । তাদের যার যা ক্ষমতা তাই তারা দেয় নুটুকে । নুটুর জীবিকা চলে তাতেই । এর মধ্যে এক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার অনুরোধ রক্ষা করে নুটু বিমলার গলায় মালা দেয় । শুরু করে, সংসার, জন্ম হয় পুত্র কন্যার । তাদের নিজের আদর্শে মানুষ করে চলে নুটু । দরিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে বিমলা ।

হঠাৎ একদিন এসে হাজির হল গ্রামের এক চাষী নাম মহাভারত । সে নুটুকে জানালো জমিদারের ছোট ছেলে তার বুকে জুতো শুদ্ধ লাথি মেরেছে । তার অপরাধ সে বেগার দিতে পারেনি । শুনে নুটু চুপ চাপ থাকতে পারল না প্রতিবাদে ফেটে পড়ল ।

এদিকে নুটুর বাল্যবন্ধু কমলাপদ'র সঙ্গে কল্যানী নুটুর বাড়ীতে এসে হাজির । যদিও খুব বড়লোকের ঘরে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু মদ্যপ উশৃঙ্খল স্বামী সব শেষ করে নিজেও অকালে শেষ হয়ে গেল । ইতি মধ্যে কল্যানীর বাবারও মৃত্যু হয়েছে । দুই ভাই বাপের সম্পত্তি হস্তাগত করে সরে পড়েছে । কাজেই বিধবা কল্যানী একটি মাত্র কন্যা মমতার হাত ধরে আশ্রয়ের আশায় কমলাপদর সঙ্গে নুটুদার বাড়ী এসেছে । প্রথমে নুটু রাজী না হলেও স্ত্রী বিমলার উদারতাকে উপেক্ষা করতে পারেনি । তাই এবার কল্যানীকে সে ভগ্নী রূপেই বরণ করে নেয় । কিছুদিন পর পাঠশালার ভার কল্যানীকে দিয়ে নুটু এল প্রথমে সদরে ও পরে শহরে । ধীরে ধীরে মমতা বড় হয় । মহাভারত এদের দেখাশুনা করে । মমতা লেখাপড়া শিখতে থাকে, ইদানীং মমতাই পাঠশালা চালায় ।

ইতিমধ্যে কল্যানীর ছোড়দা সুশোভন এসে হাজির কল্যানীর কাছে। ভগ্ন স্বাস্থ্য ও একখানি তানপুরা তার সম্বল। কল্যানীর বাবা মারা যাবার পর এই ছোড়দা টাকা পয়সা নিয়ে সঙ্গীত চর্চার আশায় বিদেশে পা বাড়াল। সব যখন শেষ তখন তার আশ্রয় কল্যানী। এই ভেবেই তিনি উপস্থিত। কল্যানী দাদাকে আশ্রয় দেয়। দাদা কিন্তু বারং বার জানায় মদ ছাড়া সে বঁচবেনা। এর জন্য (সুশোভন) চুরী করতেও রাজী।

জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। নুটু বিহারী নিজে মহাভারতের মামলা তদারক করে ছিল। কিন্তু যে হেতু নুটু "মোক্তার" ছিল, তাই বেশীদুর এগোতে পারল না। অবশেষে নুটু ওকালতী পড়তে গেল। উকীল হয়ে জমিদারের সঙ্গে লড়বে বলে।

এদিকে জমিদার আরও অত্যাচার শুরু করে। মহাভারতের পুকুরের মাছ লোকদিয়ে ধরিয়ে নেয়। মহাভারতের ঘরে আগুন লাগায়। নুটু আসে ওকালতি পাশ করে। জব্দ হয় জমিদার। নুটু উকীল হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু ইদানীং নাম ও যশের সঙ্গে সঙ্গে নুটুর কিছু পরিবর্ত্তন বিমলার চোখে পড়ে। বিমলা তা মেনে নিতে চায় না।

নুটুর বড়ছেলে অরুনের সঙ্গে কল্যানীর একমাত্র মেয়ে মমতার বিয়ে দেবে একথা নুটু ও বিমলা দুজনেই কল্যানীকে কথা দিয়েছিল। আজ আর নুটু তা স্বীকার করেনা। আজ আর কল্যানীকে সে আশ্রয় দিতে চায় না। হাত বাড়ায় বন্ধুত্ব করার জন্য কংকনার সেই জমিদারদের সঙ্গে। একথা শুনে মহাভারত, কল্যানী ও বিমলা সবাই অবাক। নুটু বিহারী ছেলের বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে সেই জমিদার বাড়ীর বড়ছেলে দেবনারায়নের মেয়ের সঙ্গে, একদিন যারা ছিল নুটুর শত্রু।

তাই আজ অসুস্থ সুশোভনকে দারোয়ান দিয়ে সে বাড়ী থেকে বার করে দিতে যায়। কল্যানীকে টাকা ভিক্ষে দিয়ে তাড়াতে চায়। মহাভারতকে উপেক্ষা করে।

সত্য সত্যই আজ সকলে নুটুর জীবন থেকে সরে গেল। কল্যানী বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার সময় বিমলাও তার সঙ্গ নিল। বড়ছেলে আজ নুটুকে বলতে বাধ্য হল যে নুটু আজ আদর্শভ্রষ্ট। তাই সে ও বাবাকে ত্যাগ করবে। কারন এ শিক্ষা নুটুরই ভুল বুঝাতে পারে। সকলে আবার ফিরে আসে। কিন্তু নুটু আর সুস্থ্য হয়ে উঠল না। আদর্শবান অরুনের মধ্যেই রয়ে গেল আগের দিনের আদর্শবান নুটু।

সংগীত

[১]

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ঃ অধীর বাকচী
শিল্পী ঃ অধীর বাকচী

ওরে মন
নিয়তির খেলা বোঝা দায়
কপালে যা লেখে বিধি
মোছা নাহি যায়
পিঞ্জর খুলে উড়লি পাখী
পেলিনা আকাশ
লাগলো পাখায় ঝোড়ো হাওয়া
হলো সর্বনাশ
ফুল ভেবে তুই পা বাড়ালি
বিঁধলো কাঁটা পায় !
বংশী বটের ছায়ায় কাঁদে
পরান রাধার মন
কোন মথুরায় হারালো সেই
সুখের বৃন্দাবন
দু কূল ভাঙ্গা উজান এখন
নয়ন যমুনায় ॥

[২]

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ঃ অধীর বাকচী
শিল্পী ঃ মান্না দে

আমি সুখী কত সুখী কেউ জানেনা
আমি বাইরে ফকির মনে আমীর
কেউ মানে না কেউ জানে না।
গানের ঘরে সুরের সেলাম
পেয়েই আমি ধন্য হলাম
হীরে মাণিক নাইবা পেলাম
যায় আসে না, কেউ জানেনা
মল্লারে মোর না হোক বাদল
আছে তো এই চোখ ভরা জল
সেই জলেতেও এতো আগুন
কেন নেভে না ॥
আমি দুখী কত দুখী কেউ জানেনা
আমি বাইরে হাসি মনে কাঁদি
কেউ মানে না ॥
চেয়ে ছিলাম এই জগতে
ভালোবাসায় মাতাল হতে

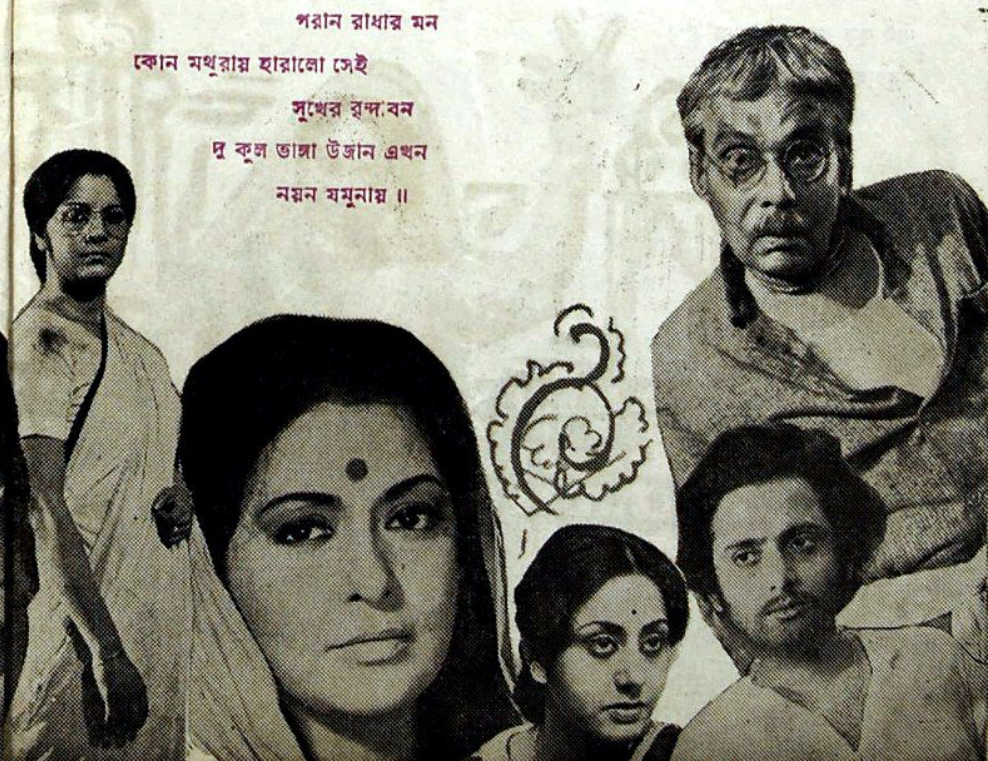

সঙ্গীত

বুক ভেঙ্গে যায় তবু আমার
নেশা কাটে না কেউ জানে না
আমি সুখী কত সুখী না, না, না
আমি দুখী কত দুখী কেউ জানেনা।

[৩]

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ঃ অধীর বাক্চী
শিল্পী ঃ অধীর বাক্চী

নুটু মোক্তার কুপোকাৎ
এক আপীলেই বাজী মাৎ
ধাঁই কুড় কুড় তাই নানা
ময়ূর হবে বগের ছানা

বামন হয়ে ছুঁতে গেলো
ওই আকাশের চাঁদ।

হাকিম সাহেব মেরেছে ল্যাং
নুটু বাবুর ভেঙ্গেছে ঠ্যাং
চুনে হলুদ গরম করো ওগো সোনা বৌ
কেউ যেন না জানতে পারে
দ্যাখে না গো কেউ !

হায় কলিকাল কী যে করি
শুধুই বলি বলি হারি
নতুন করে মহাভারত লেখার কেন সাধ
পট্কে গেলেন তাইতো বাবু
হায় কী পরমাদ !!

[৪]

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ঃ অধীর বাক্চী
শিল্পী ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

চাঁদের এতো বাহার
এই ভরা পূর্ণিমা রাতে
এই রাত আরো যে মধুর
তুমি রয়েছো সাথে !
রাঙা ফুল ফুটেছে এই মনে
তাই ভোমরা এসেছে ফুল বনে
আমি কেমনে বোঝাই বলোনা
কত স্বপন আমার আঁখিপাতে !
আহা কেউ জানে না কোন সুখে
এতো সাধ জাগেরে এই বুকে
না, না আর থেকোনা দূরে গো
আর মন ভরোনা ছলনাতে !!

[৫]

কথা ঃ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর ঃ অধীর বাক্চী
শিল্পী ঃ মান্না দে

বেহাগ যদি না হয় রাজী
বসন্ত যদি না আজ আসে
এই আসরে ইমন তুমি
থাকো বন্ধু আমার পাশে।
তোমার সুরের হাতটি ধরে
চলো চলে যাই—
যেখানেতে আনন্দ রাগ বাজেগো
সদাই—
কথার ফুলে সুরের ভ্রমর
যেথায় মিলন সুখে হাসে
সেই আসরে ইমন তুমি থাকো বন্ধু
আমার পাশে।
চোখের দেখা যাক ফুরিয়ে
ক্ষতি কিছু নাই—
স্বপ্ন দেখার নাই সীমানা
দেখে যাবো তাই—
ভালোবাসাই শিখেছে মন
তাইতো শুধুই ভালোবাসে।

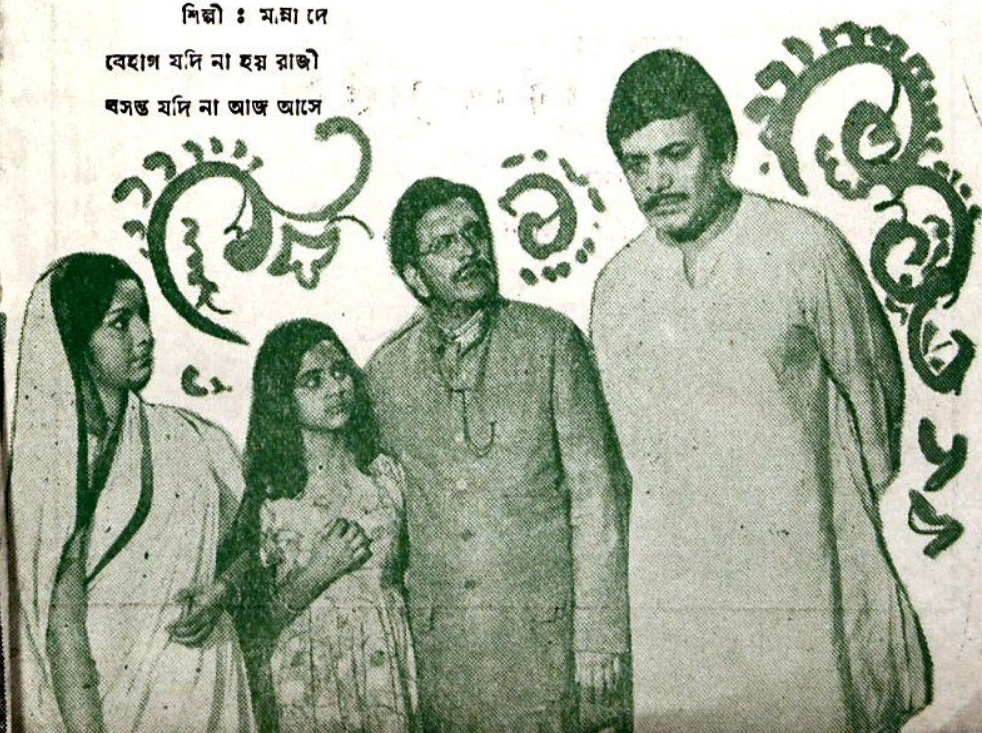

পরবর্তী আকর্ষণ

এস. এস প্রোডাকসন্সের নিবেদন

দরদী কথাশিল্পী **শরৎচন্দ্রের**

দেবদাস (রঙিন)

ভূমিকায় :

উত্তম, সুপ্রিয়া,
সৌমিত্র, সুমিত্রা,
ও বিকাশ রায়

প্রযোজনা :

সুনীলরাম/সতীশ মুখার্জী

পরিচালনা :

দিলীপ রায়

সঙ্গীত :

কালীপদ সেন

পরিবেশনা :

মেঘ পিক্‌চার্স

মুদ্রণে : প্রিণ্টোরিয়েণ্ট ৩২।১৩বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলি-৬